যায়যায়দিন

তারিখ 25 NOV 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

ইউজিসি চেয়ারম্যানের প্রশ্ন

প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলো কঠিন বিভাগ খুলতে এতো উৎসাহী কেন

যায়যায়দি রিপোর্ট

অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ (এপিইউবি) আয়োজিত সেমিনারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. নজরুল ইসলাম প্রশ্ন করেছেন, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলো শুধু কঠিন কঠিন বিভাগ খোলার ব্যাপারে এতো উৎসাহী কেন?

প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স ২০০৭-এ উল্লেখ আছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মেডিকাল অনুষদের অর্থাৎ এমবিবিএস/বিডিএস, নার্সিং, ফিজিওথেরাপিসহ অন্য কোর্স পরিচালিত করতে পারবে না। এপিইউবির সেমিনারে ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ভাইস চান্সেলর প্রফেসর ডা. এম রিজওয়ান খান উপস্থাপিত সুপারিশমালায় এ নির্দেশকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য নেতিবাচক ফল বয়ে আনবে বলে উল্লেখ করেন। তার এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে প্রফেসর নজরুল ইসলাম কেন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলো কঠিন কঠিন বিভাগ খুলতে উৎসাহী এ প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, বরং প্রাইভেট মেডিকাল কলেজগুলোকে এ সুযোগটা দেয়া হোক। প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অন্য সব বিষয় খুলে তা পরিচালনা করুক।

'প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ-২০০৭ : কিছু প্রস্তাবনা' শীর্ষক সেমিনারে গত বুধবার প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। এপিইউবির চেয়ারম্যান এম এ কাশেমের সঞ্চালনায় ও সংগঠনের সহসভাপতি আবুল কাশেম হায়দারের সভাপতিত্বে প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত সেমিনারে সুপারিশমালা পেশ করেন ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ডিসি প্রফেসর ড. এম রিজওয়ান খান। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন ইউজিসির সদস্য, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির উদ্যোক্তা ও উপাচার্যরা।

গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথি প্রফেসর ড. নজরুল ইসলাম বলেন, চলতি বছরের ৭ মে তিনি দায়িত্ব নেয়ার আগেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ প্রায় চূড়ান্ত হয়েছিল। তবুও ইউজিসি বেশ কিছু সংশোধনী দিয়েছে। ৩৭/৩৮টি অনুচ্ছেদ নিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ শিগগিরই আসবে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, আমরা পাবলিক-প্রাইভেট উভয় ইউনিভার্সিটিতেই মানসম্মত শিক্ষা চাই। পাবলিক ইউনিভার্সিটির শিক্ষকরা অতিমাত্রায় প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস নেয়ার ফলে পাবলিক ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের ক্ষতি হচ্ছে বেশি। তিনি এ বিষয়টিকে 'পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ' হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোকে নিজেদের মূল্যায়ন নিজেদেরই করতে আহ্বান জানান।

তিনি আরো বলেন, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির আউটার ক্যাম্পাসের অভিজ্ঞতা খুবই হতাশাজনক। ঢাকা ইউনিভার্সিটির বয়স ৮০ বছরের বেশি হলেও তার কোনো আউটার ক্যাম্পাস নেই। সেখানে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির এটা দরকার হবে কেন। তিনি বলেন, পাবলিক ও প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের জন্য ওয়ার্ল্ড ব্যাংক মাত্র দশমিক ৭ ভাগ সুদে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা ঋণ সুবিধা দিতে চাচ্ছে। তিনি বলেন, এ টাকা পাওয়া গেলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন করা সম্ভব হবে।

এপিইউবির চেয়ারম্যান এম এ কাশেম লিখিত বক্তব্যে বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ-২০০৭-এর মাধ্যমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনকে ১৯৯২ (সংশোধিত ১৯৯৮) রহিত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, যা বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপকে বাধাগ্রস্ত করবে। তিনি নতুন অধ্যাদেশ জারি না করে '৯২ সালের আইনকে কঠোরভাবে বাস্তবায়নের অনুরোধ জানান।